ছবি ও মূর্তি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
২য় সংস্করণের ভূমিকা	০৪
ছবি ও মূর্তি	০৭
ছবি ও মূর্তির প্রতিক্রিয়া	০৮
ছবি ও মূর্তির বিরুদ্ধে বর্ণিত হাদীছ ও আছারসমূহ	১১
কবরপূজা ও স্থানপূজার বিরুদ্ধে বর্ণিত হাদীছ ও আছারসমূহ	২২
অলী কারা?	৩৩
একটি ভুল ধারণার অপনোদন	৩৮
ধোঁকা থেকে সাবধান!	৪০
কবর ও মূর্তিপূজা থেকে সাবধান বাণী	৪১
শ্রেষ্ঠ হেদায়াত	৪৫
তাওহীদ ও শিরকের দ্বন্দ্ব	৪৫
সংশয় নিরসন	৪৬
বিগত উম্মতগুলির ধ্বংসের কারণ	৫২
ছবি-মূর্তি বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ ও আছারসমূহ পর্যালোচনা	৫৪
বিদ্বানগণের বক্তব্য	৫৫
সাইয়িদ সাবিক্ব -এর বক্তব্য	৫৭
প্রাণীর খেলনা	৫৮
মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নূর বক্তব্য	৫৯
শায়খ বিন বায (রহঃ)-এর বক্তব্য	৫৯
প্রাণীর মাথা বিশিষ্ট ছবি	৬০
যেসব ছবি অনুমোদন যোগ্য	৬১
ছবি ও মূর্তির ক্ষতিকর দিক সমূহ	৬২
ছবি ও মূর্তি থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতা	৬৬
ছবি ও মূর্তি কি পৃথক বস্তু?	৬৬
কবরবাসী ও ছবি-মূর্তি কি শুনতে পায়?	৬৭
বড় পাপী কারা?	৬৮
সারকথা	৬৯
উপদেশ	৬৯
উপসংহার	৭০

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

২য় সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة المؤلف للطبعة الثانية)

অদৃশ্য বস্তুর চাইতে দৃশ্যমান বস্তু মানব মনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। সেকারণ অদৃশ্য ব্যক্তি বা সত্তার কল্পনা থেকে মূর্তি ও ছবির প্রচলন ঘটেছে। অবশেষে মূর্তি বা ছবিই মূল হয়ে যায়। ব্যক্তি বা সত্তা অপাঙক্তেয় হয়। যার জন্য মূর্তিপূজায় মূর্তিই মুখ্য হয়, আল্লাহ গৌণ হয়ে যান। মূর্তির অসীলায় আল্লাহকে পাওয়ার মিথ্যা ধারণায় সে জীবন পার করে এবং অর্থ ও সময়ের অপচয় করে। এমনকি কোন কোন হঠকারী ব্যক্তি মূর্তিকে খুশী করার জন্য নিজের স্ত্রী ও সন্তানকেও কুরবানী দেয়। ছবি বা মূর্তির সম্মানের বিনিময়ে সে মানুষ হত্যা করতেও উদ্যত হয়। সেকারণ নূহ *('আলাহিস সালাম)* থেকে মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* পর্যন্ত সকল নবী মূর্তিপূজাকে 'শিরক' বলেছেন এবং সর্বদা এর বিরুদ্ধে মানবজাতিকে সাবধান করেছেন। এমনকি 'নবীগণের পিতা' ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেছেন, رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- 'হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ'। 'হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলি বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৬)*।

ভক্তি ও ভালোবাসা হৃদয়ের বিষয়। বাহ্যিকতায় তা বিনষ্ট হয়। ফলে লৌকিকতায় ডুবে গিয়ে এক সময় মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভুলে যায় এবং তাঁর বিধানকে অগ্রাহ্য করে। নিজেদের হাতে গড়া ছবি-মূর্তির পিছনে সে তার সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় করতে থাকে। অথচ সে ভাল করেই জানে যে, ছবি-মূর্তির ভাল বা মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তবুও তারা ভাবে যে, এরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য সুফারিশকারী' *(ইউনুস ১০/১৮)*। এভাবে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সে কোন যুক্তিই মানতে চায় না। কারণ ভক্তি যেখানে অন্ধ, যুক্তি সেখানে অচল।

মূর্তিপূজার সূচনা (بدء عبادة الأوثان) : মানবজাতির আদি পিতা আদম *'আলাইহিস সালাম* হ'তে নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কিছু ধার্মিক ও নেককার মানুষ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেন। নূহ (আঃ)-এর সময়ে তাঁরা মৃত্যুবরণ করলে ইবলীস তাদের ভক্ত-অনুসারীদের প্ররোচনা দিল যে, ঐসব নেককার লোকদের বসার স্থানে তোমরা তাদের মূর্তি স্থাপন কর এবং সেগুলিকে তাদের নামে নামকরণ কর। শয়তান তাদের যুক্তি দিল যে, যদি তোমরা মূর্তিগুলোকে সামনে রেখে ইবাদত কর, তাহ'লে তাদের স্মরণ করে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি তোমাদের অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তখন লোকেরা সেটা মেনে নিল। অতঃপর এই লোকেরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরবর্তীদের শয়তান কুমন্ত্রণা দিল এই বলে যে, তোমাদের বাপ-দাদারা এইসব মূর্তির পূজা করতেন এবং এদের অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন ও তাতে বৃষ্টি হ'ত। একথা শুনে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি মূর্তিপূজা শুরু করে দিল। অতঃপর এভাবেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়। পবিত্র কুরআনে নূহ (আঃ)-এর সময়কার ৫ জন পূজিত ব্যক্তির নাম এসেছে। যথাক্রমে অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক্ব ও নাস্র *(নূহ ৭১/২৩)*। এদের মধ্যে 'অদ' ছিলেন পৃথিবীর প্রথম পূজিত ব্যক্তি যার মূর্তি বানানো হয়' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নূহ ২৩ আয়াত; বুখারী হা/৪৯২০ 'তাফসীর' অধ্যায়)*।

পরবর্তীকালে মানুষ ছবি বানাতে শিখলে ছবি, প্রতিকৃতি, স্থিরচিত্র ইত্যাদি এখন মূর্তির স্থান দখল করেছে। মূল ব্যক্তির কল্পনায় এগুলি তৈরী করা হয়। একই ধারণায় সমাধিসৌধ, স্মৃতিসৌধ, প্রতিকৃতি, স্তম্ভ, ভাস্কর্য, মিনার, বেদী ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এগুলিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এগুলির পূজা ও কবরপূজা মূর্তিপূজারই নামান্তর। ছবি-মূর্তি পূজা এবং কবরপূজা ও স্থানপূজার কারণ ও ফলাফল একই। তাই দু'টি বিষয়কে আমরা ১ম ভাগে ও ২য় ভাগে আলোচনা করেছি।

বিগত যুগের মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলি নিজ হাতে বানাতো, সেগুলিকে রক্ষা করত, লালন করত, সম্মান করত, সেখানে ফুল ও নৈবেদ্য পেশ করত। কেউ কেউ এর অসীলায় আল্লাহ্র নৈকট্য চাইত ও পরকালীন মুক্তি তালাশ করত। বর্তমান যুগের নামধারী মুসলমানরা সেকাজটিই করছে একইভাবে একই ধারণায়। ক্ষুধার্ত ও অভাবগ্রস্ত মানুষকে তারা কিছুই দিতে চায় না। অথচ মৃত মানুষের কবরে বিনা দ্বিধায় তারা হাযারো টাকা ঢালে। ভূমিহীন, ছিন্নমূল মানুষ একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পায় না। অথচ মাযার, মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদির নামে সারা দেশে শত শত একর জমি জবরদখল ও সরকারীভাবে অধিগ্রহণ করে রাখা হয়েছে। যেগুলি স্রেফ অপচয় ও শিরকের আখড়া ব্যতীত কিছুই নয়। মূর্তিভাঙ্গা ইবরাহীম (আঃ)-এর গড়া কা'বায় যেমন তাঁর বংশধর কুরায়েশরা মূর্তি দিয়ে ভরে ফেলেছিল, তেমনিভাবে সেখান থেকে মূর্তি ছাফকারী ইবরাহীম-সন্তান

শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর অনুসারী হবার দাবীদাররা আজ ঘরে-বাইরে সর্বত্র বেনামীতে ছবি-মূর্তি পূজা করে চলেছে। অথচ 'ইসলাম' এসেছিল এসব দূর করার জন্য। মানুষকে অসীলাপূজার শিরক থেকে মুক্ত করে সরাসরি আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং তাকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন মানুষে পরিণত করার জন্য।

আমরা অত্র বইয়ের ১ম ভাগে 'ছবি ও মূর্তি'র বিরুদ্ধে ২৩টি হাদীছ ও আছার (১১-২১ পৃ.) এবং ২য় ভাগে 'কবরপূজা ও স্থানপূজা'র বিরুদ্ধে ২০টি হাদীছ ও আছার (২২-৩৮ পৃ.) পেশ করেছি। অতঃপর সেগুলির পর্যালোচনা ও বিদ্বানগণের বক্তব্য তুলে ধরেছি (৫৪-৬০ পৃ.)।

ভারত বিজেতা সুলতান মাহমূদ (৩৪০-৪২১ হি./৯৭১-১০৩০ খৃ.)-কে যখন বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির ভাঙ্গার বিনিময়ে অঢেল অর্থ ও মণি-মুক্তা দিতে চাওয়া হয়, তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'হামলোগ বুত শিকান হ্যাঁয়, বুত ফুরোশ নেহী'। 'আমরা মূর্তি ভাঙ্গা জাতি, মূর্তি বিক্রেতা নই'। অথচ আজ রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে এসব কাজই করছেন মুসলিম নেতারা। আল্লাহ্র নিকটে এঁরা কি কৈফিয়ত দিবেন, তাঁরাই ভাল জানেন।

প্রসিদ্ধ আছে যে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪ খৃ.) একবার আজমীরে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর (৫৩৫-৬৩৩ হি./১১৪১-১২৩৬ খৃ.) মাযারে গিয়ে সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, 'ভাইয়ো! হিন্দু আওর মুসলিম ভারত মাতা কে দো সন্তান হ্যাঁয়। দূনূঁ মেঁ কোয়ী ফারক্ব নেহী হ্যাঁয়। স্রেফ এহী কে হিন্দু আপনে দেওতাউঁ কো সামনে রাখ্ কে পূঁজতে হ্যাঁয়, আওর মুসলিম আপনে দেওতাউঁ কো মেট্টী কে নীচে ঢাঁপ কে পূঁজতে হ্যাঁয়' (ভাইয়েরা আমার! হিন্দু ও মুসলিম ভারত মাতার দুই সন্তান। দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেবল এতটুকু যে, হিন্দু তাদের দেবতাকে সামনে রেখে পূজা করে। আর মুসলমান তাদের দেবতাকে মাটির নীচে (কবরে) ঢেকে পূজা করে'।

হে মুসলিম! এর চাইতে আর কি গালি তুমি শুনতে চাও! হ্যাঁ, একেই বলে মিছরীর ছুরি। অতএব আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করব এসব শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য এবং আল্লাহ্র গযব থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য। কেননা আল্লাহ বান্দার সব গোনাহ মাফ করেন, কিন্তু শিরকের গোনাহ মাফ করেন না *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। পরকালে এসব লোকের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। অতএব হে জাতি! ছবি-মূর্তি এবং কবর ও স্থানপূজা থেকে সাবধান হও!!

বিনীত-

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩শে মে ২০১৬, সোমবার। লেখক।

ছবি ও মূর্তি*

(التصاوير و التماثيل)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُوْلُ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُوْنَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ *রাযিয়াল্লাহু 'আনহু* হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত লোক হবে ছবি প্রস্তুতকারীগণ।[১]

ব্যাখ্যা : হাদীছে تَصَاوِيْرُ، تَمَاثِيْلُ، تَصَالِيْبُ তিনটি বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেগুলির একবচনের অর্থ হ'ল : যথাক্রমে ছবি, মূর্তি ও ক্রুশযুক্ত ছবি। তবে 'ছবি' বলতে সবগুলিকেই বুঝায়। 'মূর্তি' বলতে মাটি, পাথর বা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী মূর্তি, প্রতিকৃতি, তৈলচিত্র ও কাপড়ে বুনা চিত্র কিংবা নকশাকে বুঝায়। বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, সাধারণ ছবির চাইতে ক্রুশযুক্ত ছবি অধিকতর নিষিদ্ধ। কেননা ক্রুশ ঐসকল বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, যাকে পূজা করা হয় আল্লাহকে বাদ দিয়ে। পক্ষান্তরে সকল ছবি পূজা করা হয় না।[২]

তিনি বলেন, যেসব বস্তু পূজিত হয়, সে সবের ছবি প্রস্তুতকারীগণ ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এগুলি ব্যতীত অন্যগুলির প্রস্তুতকারীও গোনাহগার হবে। তবে তাদের শাস্তি তুলনামূলকভাবে লঘু হবে। ইমাম কুরতুবী (৬১০-৬৭১ হি.) বলেন, জাহেলী আরবের লোকেরা সবকিছুর মূর্তি তৈরী করত। এমনকি তাদের কেউ কেউ মূল্যবান 'আজওয়া'

---

* নিবন্ধটি **মাসিক আত-তাহরীক** সেপ্টেম্বর ২০০২, ৫/১২ সংখ্যায় 'দরসে হাদীছ' কলামে প্রকাশিত হয়। ২০১০ সালের জানুয়ারীতে কিছুটা সংযোজিত হয়ে পুস্তক আকারে ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২য় সংস্করণে এটি ৩২ পৃষ্ঠার স্থলে ৭২ পৃষ্ঠা হ'ল। -*প্রকাশক*।

১. বুখারী হা/৫৯৫০; মুসলিম হা/২১০৯; আলবানী, মিশকাত হা/৪৪৯৭ 'পোষাক' অধ্যায়-২২ 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪; এম, আফলাতুন কায়সার, বঙ্গানুবাদ মিশকাত শরীফ হা/৪২৯৮ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ২য় মুদ্রণ ১৯৯৫) ৮/২৫৬ পৃ.।

২. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫৯৫২-এর ভাষ্য, ১০/৩৯৮-৯৯ ও ৪০১ পৃ. (কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত তুরাছ, ২য় সংস্করণ ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.)।

খেজুর দিয়ে মূর্তি বানাতো। তারপর ক্ষুধার্ত হ'লে তা খেয়ে নিত'।[৩] এ যুগে যারা বিভিন্ন প্রাণী ও ফল-ফুলের আকারে কেক বা মিষ্টান্ন তৈরী করে ভক্ষণ করেন, তারা উক্ত জাহেলী রীতির বিষয়টি অনুধাবন করুন। অমনিভাবে যারা খ্রিষ্টানদের পূজ্য ক্রুশ-এর অনুকরণে গলায় টাই ঝুলাতে ভালবাসেন, কিংবা তাদের অনুকরণে কেক কেটে নিজেদের জন্মদিন ও বিভিন্ন শুভ কাজের উদ্বোধন করেন, আশূরার দিন হোসায়েন (রাঃ)-এর নামে কেক-পাউরুটি বানিয়ে তাকে বরকত মনে করে ভক্ষণ করেন, তারাও বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

ছবি ও মূর্তির প্রতিক্রিয়া (رجعية التصاوير والأصنام) :

আমাদের আলোচনায় ছবি ও মূর্তিকে একই শিরোনামে বর্ণনা করার কারণ এই যে, দু'টির হুকুম একই এবং দু'টির ব্যবহারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া একই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্তির চাইতে ছবি, চিত্র, তৈলচিত্র, ছায়াচিত্র ও চলচ্চিত্রের প্রতিক্রিয়া আরও বেশী মারাত্মক হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ : (১) সম্প্রতি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপযেলার বাড়াইশ গ্রামের জনৈকা ৭ মাসের অন্তঃসত্তা গৃহবধু বাংলাদেশ টেলিভিশনে পরিবেশিত একটি প্রেমমূলক নাটক দেখার পরদিনই ব্যর্থ প্রেমিকার অনুকরণে নিজের দেহে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে।[৪]

(২) পিতা ও মাতা উভয়ে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় একমাত্র শিশুপুত্রকে ঘরে রেখে টিভি চালু করে দিয়ে দরজায় তালা মেরে যান। ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দেখা গেল বালকটির লাশ মায়ের ওড়না গলায় পেঁচানো অবস্থায় ফ্যানের নীচে ঝুলছে। সামনে টিভিতে তখন ভারতীয় ছবি চলছে। সেখানে দেখানো ফাঁসির দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হারিয়ে গেল চিরদিনের মত। ঢাকা মহানগরীর এই ঘটনাটি ২০০৮ সালের। ছবির নীল দংশনে এরূপ মর্মান্তিক ঘটনা শহরে-গ্রামে সর্বত্র হরহামেশা ঘটছে, যার কোন হিসাব নেই।

(৩) রাশিয়ার রাজধানী মস্কো শহরে একদিনেই পরপর ৫৭১টি গাড়ী দুর্ঘটনা ঘটে। দিশেহারা পুলিশ কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখে যে, সবগুলো

৩. বুখারী, ফাৎহুল বারী 'পোষাক' অধ্যায়-৭৭, অনুচ্ছেদ-৮৯, ১০/৩৯৮ পৃ.।
৪. ঢাকা : দৈনিক ইনকিলাব ১৬ই এপ্রিল ২০০২, ১২ পৃ.।

দুর্ঘটনাই ঘটেছে একটি ছবিকে কেন্দ্র করে। মস্কোর একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা বিজ্ঞাপনে চমক আনতে গিয়ে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করে। আর তা হ'ল, ৩০টি ট্রাকের গায়ে নারীর নগ্ন ছবি সেঁটে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরানো। আর ঐ ছবির উপর তারা আড়াআড়ি লেবেলের উপর লিখে দেয়, এরা নযর কাড়ে। চলমান ট্রাকের উপর তাক লাগানো ফ্লেক্সে দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই ফন্দি কার্যকর করতে গিয়েই ঘটে যায় এই বিপত্তি। অথচ আমাদের দেশে এর চেয়েও মারাত্মক পর্ণো ছবি মোবাইলে ও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে হর-হামেশা। যাতে সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।[৫]

(৪) আমেরিকায় টিভির ব্যবহার ও প্রভাব বিষয়ক একটি রিপোর্টে জানা যায় যে, সেদেশের ৯৬% পরিবারে অন্তত একটি করে টিভি সেট রয়েছে। সেদেশের ৩ থেকে ৫ বছরের শিশুরা সপ্তাহে গড়ে ৫০ ঘণ্টা টিভি দেখে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্ররা টিভির সামনে বসে পার করে দেয় ২২,০০০ ঘণ্টারও বেশী সময়। অথচ স্কুলে সময় কাটায় মাত্র ১১,০০০ ঘণ্টা। টিভিতে অধিকহারে সন্ত্রাস দেখানোর ফলে তারাও সন্ত্রাসী ও বিধ্বংসী হয়ে ওঠে'।[৬]

বিগত যুগে মানুষ নিজ হাতে মৃত সৎলোকদের মূর্তি বানিয়ে তাদের উপাসনা করত। বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে ঐসব মানুষের ছবি, চিত্র বা তৈলচিত্রকে একই রূপ সম্মান দেখানো হচ্ছে। বিগত যুগে নিজেদের তৈরী কাঠ, মাটি বা পাথরের মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হ'ত। আজকের যুগেও তার সম্মানে একইভাবে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হচ্ছে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ছবি ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে। আল্লাহ্র অমূল্য নে'মত তরতাযা ফুলগুলিকে ছিঁড়ে এনে মালা বানিয়ে তা ছবির গলায় ঝুলানো হচ্ছে। তার চিত্রে বা কবরে এমনকি কবর ছাড়াই নিজেদের বানানো বেদী ও শহীদ মিনারে, স্মৃতিসৌধে ও স্তম্ভে 'শিখা অনির্বাণ' ও 'শিখা চিরন্তন' নামীয় অগ্নিশিখার সামনে অগ্নিপূজকদের ন্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হচ্ছে। এমনকি পীর-ফকীর ও অলি-আউলিয়া নামধারী ব্যক্তিদের কবরে ও তাদের ছবি ও তৈলচিত্রে রীতিমত সিজদা করা

৫. দ্র. সম্পাদকীয় 'চরিত্রবান মানুষ কাম্য' আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১৪, ১৮/২ সংখ্যা ।
৬. আব্দুল্লাহ, English for today for H.S.C. students নভেম্বর ২০০১, ৩৭৪-৭৫ পৃ.।

হচ্ছে ও সেখানে বসে তাদের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। শী'আ নামধারী কিছু লোক 'তা'যিয়ার' নামে হুসায়েন (রাঃ)-এর ভূয়া কবর বানিয়ে সেখানে পূজা করছে। আলেম নামধারী একদল লোক কথিত পীর-আউলিয়াদের নামে উদ্ভট কল্প-কাহিনী রচনা করে বই লিখছে ও প্রবন্ধ রচনা করে পত্রিকায় ছাপছে। রেডিও-টিভিতে ও বিভিন্ন ধর্মীয় জালসায় ওয়ায ও তাফসীরের নামে ভিত্তিহীন গাল-গল্প বলছে। যাতে এইসব শিরকের আড্ডাখানা গুলিতে লোক সমাগম বৃদ্ধি পায় ও নযর-নেয়াযের পাহাড় জমে। বার্ষিক ওরসগুলি জম-জমাট হয়।

বস্তুতঃ কবরপূজা, মূর্তিপূজা, স্থানপূজা ও ছবিপূজার মধ্যে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। মূর্তি কিংবা ছবি মানব মনের উপরে অতি দ্রুত ও গভীরভাবে রেখাপাত করে বিধায় ইসলাম এর বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অত্র বইয়ে আমরা ছবি ও মূর্তিকে **১ম** ভাগে এবং কবরপূজা ও স্থানপূজাকে ২য় ভাগে আলোচনা করব। নিম্নে আমরা প্রথমে ছবি ও মূর্তি বিষয়ে শারঈ বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا : وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে অস্বীকার করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতে যেতে কে অস্বীকার করে হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে ব্যক্তি অস্বীকার করল' *(বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩)*।